প্রথম আলো

তারিখ 30 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

পাঠাগার চালান পরিচ্ছন্নতাকর্মী

কাজী আলিম-উজ-জামান ●

'বই আপনার অবসরের উৎকৃষ্ট বন্ধু', 'বই পড়তে যে ভালোবাসে তার শত্রু কম', 'বই মনের পরিধি বাড়ায়, আসুন বই পড়ি'।

হাতে লেখা এ রকম স্লোগান সেঁটে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি আলমারিতে। কিন্তু তিনটি আলমারি একেবারেই ফাঁকা। কোনো বই নেই। বাকি দুটোতে আছে সামান্য কিছু।

পাঠাগারটির নাম জহির রায়হান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পাঠাগার। পুরান ঢাকার বিখ্যাত লোহারপুল এলাকার কেবি রোডে এই পাঠাগারটি। ৬০০ বর্গফুটের কক্ষটিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন পড়ার টেবিল ১০টি, কাঠের চেয়ার ৫০টি, ৬টি সিলিং ফ্যান, আলো যথেষ্ট আছে বলা চলে, নেই কেবল বই!

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) যে সাতটি পাঠাগার পরিচালনা করে, এটি তার একটি। করপোরেশনের সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিভাগের অধীন এই পাঠাগারগুলো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তারা, যাঁরা আঞ্চলিক কার্যালয়ে বসেন।

পুরান ঢাকার হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সিটি করপোরেশন নির্মাণ করে এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি, ২০০৮ সালে। ২৫ জুলাই বেলা তিনটার দিকে এখানে গিয়ে দেখা গেল, চারতলা এই ভবনের নিচতলায় রয়েছে কাউন্সিলরের অফিস, পাঠাগার ও গাড়ি রাখার জায়গা। দোতলা ও তৃতীয় তলাজুড়ে নাট্যমঞ্চ ও গ্যালারি। চতুর্থ তলায় পাঠাগারের জন্য প্রস্তাবিত কক্ষ। যদিও আপাতত পাঠাগারটি স্থানান্তরের সম্ভাবনা কম।

গেন্ডারিয়া থানার লোহারপুলের খুব কাছেই ডিস্টিলারি রোড। বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর নামেই এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও পাঠাগারের নামকরণ হয়েছিল।

পুরান ঢাকার জহির রায়হান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পাঠাগার

সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন হওয়ার পরের বছর চালু হয় পাঠাগারটি। এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পাড়া-মহল্লা থেকে সংগ্রহ করেন ১০০টি বই। এরপর সিটি করপোরেশন থেকে দেওয়া হয় ৪০টি বই, যার মধ্যে রয়েছে ১৫ খণ্ডের বাংলাদেশের *স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র*। এখানকার কর্মীদের ভাষ্যমতে, এসব বই পাঠকদের কেউ কোনো দিন ধরেও দেখেননি। সব মিলিয়ে এই পাঠাগারে ছয় বছরে সিটি করপোরেশনের দেওয়া বইয়ের সংখ্যা ৪০টি। অবশ্য পরে স্থানীয় উদ্যোগে আরও কিছু বই সংগ্রহ করায় এখন এ সংখ্যা আড়াই শর মতো।

ডিএসসিসির ৫ নম্বর জোনে দুটি পাঠাগারের জন্য গ্রন্থাগারিক রয়েছেন একজন। তিনি আশরাফউদ্দিন কবীর। নারিন্দার তাজউদ্দিন স্মৃতি পাঠাগারটি তুলনামূলক সচল থাকায় আশরাফউদ্দিনকে সেখানে বেশি সময় দিতে হয়। তাই জহির রায়হান পাঠাগারটি দুপুরে খোলা এবং সন্ধ্যায় বন্ধ করার দায়িত্বে রয়েছেন পরিচ্ছন্নতাকর্মী জাকির হোসেন। তবে আশরাফউদ্দিন জানালেন, দরকার পড়লেই তিনি এখানে আসেন।

পাঠাগারে বইপত্রের এমন করুণ দশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় আশরাফউদ্দিনকে কিছুটা বিমর্ষ দেখায়। তিনি বললেন, 'আমরা অসহায়। বই ও লেখকের নাম উল্লেখ করে বারবার চাহিদা পাঠিয়েছি। কিন্তু আমাদের বই দেওয়া হচ্ছে না।'

তাঁর জানান, ডিএসসিসির অন্য পাঠাগারগুলো দৈনিক পত্রিকা পাচ্ছে, কিন্তু তার দুটো পাঠাগারে কোনো পত্রিকা দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিদিন বিকেলে দু-একজন পাঠক এসে নতুন বই-পত্রিকা না পেয়ে ঘুরে চলে যায়। পাঠাগারটি টিকিয়ে রাখতে হলে এখন দরকার বিভিন্ন ধরনের প্রচুর সংখ্যক বই। সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন ধরনের জার্নাল ও সাময়িকী ও একটি কম্পিউটার। দরকার একজন পাঠাগার সহকারী, একজন ক্যাটালগার ও একজন এমএলএসএস। এই চাহিদাগুলো মেটালে পাঠাগারটি ঠিকমতো পরিচালনা করা যেত বলে তাঁর মত।

পাঠাগারের বেশির ভাগ চেয়ার এবং অন্যান্য আসবাব পেছন দিকটাতে স্তূপ করে রাখা। কক্ষে একটা ভেজা গুমোট গন্ধ। এক পাশের দেয়াল বিবর্ণ। পলেস্তারাও খসে পড়ার জোগাড়। বৃষ্টি হলেই সেখান থেকে ওই দিকটার দেয়াল চুয়ে পানি আসে।

ডিএসসিসির প্রধান সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার পদে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন শফিউল আলম। তিনি *প্রথম আলো*কে বললেন, 'বইয়ের একটি চাহিদা আমাদের হাতে এসেছে। ক্রয়ের জন্য আলোচনাও চলছে। আশা করা যায়, খুব শিগগিরই আমরা পাঠাগারে বই সরবরাহ করতে পারব।'